তারিখ ... 26 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

প্রথম আলো

'প্রিয় বাংলাদেশ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াও'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে দীর্ঘ মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

'প্রিয় বাংলাদেশ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াও', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হও', 'ধর্মের নামে মানুষ হত্যা মহাপাপ'।

ব্যানার-ফেস্টুনে এ আহ্বান জানিয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরব হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক ঘণ্টা হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন চলমান জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের। একই সঙ্গে জনগণকে আহ্বান জানালেন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর।

গতকাল সোমবার বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এ মানববন্ধন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পূর্ব ঘোষণামতো প্রতিটি বিভাগ ও অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্ব স্ব ভবনের সামনের সড়কে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে দাঁড়িয়ে যান। এতে নীলক্ষেত মোড় থেকে টিএসসি ও ফুলার রোড-শহীদ মিনার হয়ে দোয়েল চত্বর, দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষা ভবন ও চানখাঁরপুল, টিএসসি থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মানববন্ধন বিস্তৃত হয়। স্মৃতি চিরন্তনে (উপাচার্যের বাসভবনের সামনে) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধানেরা মানববন্ধনে দাঁড়ান। এই এক ঘণ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ বন্ধ ছিল।

মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ব্যানারে ছিল 'প্রিয় বাংলাদেশ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস রুখে দাঁড়াও'। এর বাইরেও কয়েক শ অংশগ্রহণকারী আলাদা ফেস্টুন বহন করেন, যেগুলোতে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এসব ফেস্টুনে আরও লেখা ছিল, 'সন্তানদের জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরিতে পরিবারই হোক প্রথম পাঠশালা', 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার', 'ডিয়ার জাপানিজ, ইতালিয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান, উই আর সরি', 'অসাম্প্রদায়িকতা এ জাতির অহংকার', 'জঙ্গি তৎপরতা রুখে দাঁড়াও', 'জঙ্গিবাদ বাঙালি জাতিসত্তা ও অগ্রগতির অন্তরায়', 'জঙ্গিবাদের ভূমি এই বাংলাদেশে নয়' ইত্যাদি। এ ছাড়া অনেকে মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে ও হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন। আরবি বিভাগ আরবি ভাষায়, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বিভাগগুলো বিভিন্ন ভাষায় ব্যানার-প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন লিখে মানববন্ধনে অংশ নেয়।

মানববন্ধন চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সবাইকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা হয়তো প্রতিদিন মানববন্ধনে মিলিত হব না, কিন্তু প্রতিদিন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব যেন কোথাও এই সন্ত্রাসী-জঙ্গিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। যে বাঙালি জাতি অতিথিপরায়ণ হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত, সে দেশে বিদেশিরা এসে নৈশভোজের জন্য টেবিলে বসে হত্যাকাণ্ডের শিকার হবে, এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।'

মানববন্ধনে উপাচার্য ছাড়াও এতে অংশ নেন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) নাসরীন আহমাদ, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক মো. ইমদাদুল হক, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা।